

সঙ্ঘের বোধোদয় ও এক অভিনব প্রায়শ্চিত্তকথা

অর্গব

কালারাম মন্দির। মহারাষ্ট্রের নাসিকের এক প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান। কষ্টিপাথরের তৈরী রামবিগ্রহের নামে মন্দিরের ঐ নাম। অষ্টাদশ শতকে সর্দার ওধেকার নির্মিত এই মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য এর গায়ের পাথরের কাজ ও মাথার সোনার কলস। সম্প্রতি পর্যটন আগ্রহ ছাড়িয়ে এই কালারাম মন্দির হয়ে উঠেছে এই অদ্ভুত সামাজিক আগ্রহের কারণ।

এই মন্দিরের দরজা এতকাল বন্ধ ছিল অন্ত্যজ শূদ্রের জন্য। ১৯৩০ সালে ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আশ্বেদকার এর বিরুদ্ধে টানা পাঁচ বছর সত্যাগ্রহ করেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আশ্বেদকার ক্ষোভে-দুঃখে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় মন্দিরের পুরোহিত রামদাস মহারাজের নাতি মহামণ্ডলেশ্বর সুধীর মহারাজ আজ এই মন্দিরের পুরোহিত। গত জুলাই মাসে তিনি এক অভিনব যজ্ঞের আয়োজন করেন পূর্বপুরুষের এই পাপস্খালনের জন্য। তাঁর আহ্বানে চার চারটে মিছিলে বিভক্ত হয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত হন মন্দিরে। ব্রাহ্মণ সুধীর মহারাজ ও অন্যান্য পুরোহিতরা তাঁদের পা ধুইয়ে মন্দিরে প্রবেশ করান। পূজোর শেষে একাসনে বসে প্রসাদও খান।

সুধীর মহারাজের মতে, এতেই তাঁর পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। মন্দির চত্বরে পঞ্চাশ জনের একটি হরিজন ছাত্রাবাস গঠনের পরিকল্পনাও নিয়েছেন তিনি। এই সব ছাত্রের খরচও বহন করবে মন্দির কতৃপক্ষ।

আশ্চর্যের কথা এই, যে ‘সামাজিক সমরসতা মঞ্চ’ এই যজ্ঞের হোতা, তাদের সঙ্গে আর এস এসের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মোহন ভাগবত। আর এই যজ্ঞের উপদেষ্টারাও নাসিকে সঙ্ঘের কর্মকর্তারা।

নব্য মনুবাদীদের বোধোদয়ের পর্ব কি শুরু হল তবে?

দেশ পত্রিকার ১৯ শে মাঘ, ১৪১২ সংখ্যা থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে লিখিত